প্রথম আলো
Date:03-01-2016 Page 01, Col 6-8 Size: 57 Col*Inc

আমলাতন্ত্র ও মানবসম্পদ দক্ষতায় পিছিয়ে দেশ

নোয়াব আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠক 'কেমন চাই জাতীয় শিল্পনীতি' ■ শিল্পনীতির কার্যকর বাস্তবায়ন চাইলেন উদ্যোক্তা ও অর্থনীতিবিদেরা

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণি, দক্ষ আমলাতন্ত্র, দক্ষ মানবসম্পদ, ব্যবসায়ীদের রাজনৈতিক প্রভাব, সামাজিক বৈষম্য ও একই সাংস্কৃতিক চিন্তা—এ ছয়টি বিষয়ের ওপরই নির্ভর করে শিল্পনীতির সফলতা। এর মধ্যে আমলাতন্ত্র ও মানবসম্পদের দক্ষতার দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ।

তবে ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তাদের দাবি, সফলতা-ব্যর্থতার চেয়ে শিল্পনীতির কার্যকর বাস্তবায়নটি জরুরি। কারণ, আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকায় সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এটি মানতে চায় না।

এভাবে প্রস্তাবিত শিল্পনীতি নিয়ে অভিমত তুলে ধরেন ব্যবসায়ী, শিল্প উদ্যোক্তা, গবেষক ও অর্থনীতিবিদেরা। পাশাপাশি তাঁরা শিল্পনীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে শিল্প মন্ত্রণালয়কেই কার্যকর ভূমিকা পালনেরও আহ্বান জানান। নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) আয়োজিত 'কেমন চাই জাতীয় শিল্পনীতি' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় এ অভিমত ও আহ্বান জানানো হয়েছে। গতকাল শনিবার কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শিগগিরই প্রস্তাবিত শিল্পনীতি, ২০১৫ অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভায় উঠবে। বর্তমানে এটি চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

নোয়াবের সভাপতি ও *প্রথম আলো* সম্পাদক মতিউর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। আর প্রস্তাবিত শিল্পনীতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন শিল্পসচিব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া ও জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব মো. সলিমউল্লাহ।

সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স বাংলাদেশের (আইসিসিবি) সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি তপন চৌধুরী, ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য দিচ্ছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। পাশে আইসিসিবির সভাপতি মাহবুবুর রহমান ■ প্রথম আলো

বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন, এফবিসিসিআইয়ের আরেক সাবেক সভাপতি ও নোয়াবের সহসভাপতি এ কে আজাদ, সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজিজ খান, অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাবেক গবেষণা পরিচালক জায়েদ বখত, বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন, তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, বাংলাদেশ প্লাস্টিক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিপিজিএমইএর সাবেক সভাপতি শামিম আহমেদ, *মানবজমিন* পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, আবদুল মোনেম লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মঈনউদ্দিন মোনেম। উপস্থিত ছিলেন বিজিএমইএর সহসভাপতি মোহাম্মদ নাছির।

আলোচনার শুরুতে প্রারম্ভিক বক্তব্যে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ও নোয়াব সভাপতি মতিউর রহমান বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন বেসরকারি খাতনির্ভর। তাই বেসরকারি খাতের প্রসার ছাড়া অর্থনীতির কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হলে প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করতে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

আমলাতন্ত্র ও মানবসম্পদ দক্ষতায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হবে সবার আগে। এ সময় তিনি সংবাদপত্রকে শিল্পের মর্যাদা দেওয়ায় শিল্পমন্ত্রীসহ সরকারকে সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, 'সংবাদপত্র হিসেবে আমরা অসংগতি ও সমস্যার কথা যেমন বলি, তেমনি অর্জনগুলোকে তুলে ধরতে চাই।'

আলোচনায় অংশ নিয়ে আইসিসিবির সভাপতি মাহবুবুর রহমান বলেন, অতীতের শিল্পনীতিগুলোর বাস্তবায়ন খুব একটা হয়নি বলে এ নীতির বাস্তবায়ন নিয়েও ব্যবসায়ী এবং শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে সংশয় রয়েছে।

এ কে আজাদ বলেন, 'শিল্পনীতির বাস্তবায়ন নিয়ে আমি খুবই দ্বিধান্বিত। এ নীতি বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা কী হবে, সেটিও আমাদের সামনে পরিষ্কার না। আমরা চাই শিল্পনীতি বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় কার্যকর ভূমিকা পালন করুক। প্রয়োজনে দেশের বিভিন্ন ব্যবসায়ী চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনের সমন্বয়ে একটি "সমন্বয় কেন্দ্র" করা হোক। আর তিন মাস পর পর শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে সভার আয়োজন করা হোক।'

এ সময় একাধিক ব্যবসায়ী নেতা ও শিল্প উদ্যোক্তা শিল্প মন্ত্রণালয়ের বর্তমান ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয় শিল্পনীতি করলেও ব্যক্তি খাতের শিল্পের সঙ্গে শিল্প মন্ত্রণালয়ের খুব বেশি যোগসূত্র নেই।

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেন, দীর্ঘদিন ধরে শিল্প মন্ত্রণালয় একটি ধারায় চলে আসছে। চাইলেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয়। ধীরে ধীরে এগোতে হবে। এ সময় তিনি বলেন, শিল্পনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়ের যেসব করণীয় রয়েছে, সেগুলোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। এ ছাড়া দেশে শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেগুলো দূর করতে মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

শিল্পমন্ত্রী জানান, সরকারের উদ্যোগে ইরানে একটি গ্যাসভিত্তিক সার কারখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইরান সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

বিটিএমএ সভাপতি তপন চৌধুরী বলেন, 'প্রস্তাবিত শিল্পনীতিতে প্রাইমারি টেক্সটাইল খাতকে অগ্রাধিকার তালিকাতেই রাখা হয়নি। এ ছাড়া শিল্পনীতিতে বিভিন্ন শিল্পে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু বাস্তব চিত্রটি একেবারে ভিন্ন। শিল্প গড়তে গিয়ে আমাদের পদে পদে হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে ওয়ানস্টপ বা এককেন্দ্রিক সেবার কথা বলা হয়। কিন্তু উদ্যোক্তাদের কিছু করতে গেলেই দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়।

এ বিষয়ে এ কে আজাদ তাঁর বক্তব্যে অভিযোগ করেন, আগে বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ে নিম্ন স্তরের কর্মকর্তারা কোনো ফাইল আটকে রাখলে ওপর মহলে সেই অভিযোগ করলে দ্রুত কাজ হতো। আর এখন উল্টোটা হচ্ছে। অভিযোগ করলে ফাইলই আর নড়ে না। সরকারি দপ্তরে দুর্নীতি ও হয়রানি উভয়ই বাড়ছে।

শিল্পনীতি নিয়ে শিল্পসচিব তাঁর বক্তব্যে বলেন, প্রস্তাবিত শিল্পনীতি বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গঠন করা হয়েছে তিনটি কমিটি। একটি কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, শিল্পনীতি যেন শুধু শিল্প মন্ত্রণালয়ের নীতি না হয়ে সব মন্ত্রণালয়ের সমান অংশগ্রহণ থাকে, সে জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করেই কর্মপরিকল্পনা ঠিক করা হয়েছে।

শিল্প বিকাশের পথে ব্যাংকের উচ্চ সুদকে অন্যতম বাধা হিসেবে উল্লেখ করেন বিজিএমইএ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত শিল্পনীতিতে বড় বড় শিল্পকারখানা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সুদহার দিয়ে কোনো অবস্থাতেই দেশে বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কারণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এখন যেকোনো শিল্পে ৫ শতাংশের বেশি মুনাফা করা খুবই কঠিন কাজ। সেখানে যদি ১২-১৩ শতাংশ ব্যাংকঋণের সুদ গুনতে হয়, তাহলে কোনো দিনই শিল্প গড়ে উঠবে না। তিনি শিল্পনীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এটিকে আইনে রূপ দেওয়ার দাবি জানান।

জায়েদ বখত তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'অতীত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি, সরকারি নীতিতে সব পক্ষের সব দাবিকে যুক্ত করতে গিয়ে আসল ফোকাসটাই হারিয়ে যায়। এ ছাড়া শিল্পনীতির বাস্তবায়নে বাস্তব কোনো কর্মপরিকল্পনা নেই।' শিল্প খাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশে তথ্য-উপাত্তের চরম ঘাটতি রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন এই গবেষক। তিনি অভিযোগ করেন, একমাত্র সরকারি সংস্থা শিল্প-সংক্রান্ত যেসব তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে, সেগুলো বিভ্রান্তিকর। তাই কোনো বিষয়ে কোথাও সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

এ পরিপ্রেক্ষিতে মীর নাসির হোসেন বলেন, 'তথ্য-উপাত্তের অভাবে আমাদের দেশে কোনো ধরনের গবেষণা ছাড়া একটির দেখাদেখি একাধিক শিল্প গড়ে তোলা হয়। এর ফলে দেখা যায়, একই খাতে ওভারলোডেড শিল্প গড়ে ওঠে। শেষে গিয়ে পুরো খাতটিই হুমকিতে পড়ে।'

সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজিজ খান বলেন, 'আমরা শিল্প উদ্যোক্তা এখন কোনো শিল্প গড়তে গেলে তার জন্য ভালো জমি কিনতেই দু-তিন বছর সময় লেগে যায়। কোথাও নিষ্কণ্টক জমি পাওয়া যায় না। তাই শিল্পের উন্নয়নের স্বার্থে প্রযুক্তির ব্যবহার করে এখন জমির মালিকানা-সংক্রান্ত একটি ডেটাবেইস গড়ে তোলা উচিত।' বিশ্ববাজারে তেলের কম দামের সুযোগকে দীর্ঘ মেয়াদে কাজে লাগানোর জন্য এ দেশের ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের বিদেশে তেলের খনি কেনার সুযোগ করে দেওয়ার পরামর্শ দেন।

সিপিডির গবেষক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়হীনতার কারণে শিল্পনীতি এখন শুধু শিল্প মন্ত্রণালয়ের নীতিতে পরিণত হতে চলেছে। আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকায় এ নীতির যথাযথ বাস্তবায়ন হয় না। তিনি বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত লোকসানি শিল্পগুলোর বিষয়ে সরকারকে এখনই নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। কারণ, সেগুলোর কোনোভাবেই প্রতিযোগী-সক্ষম করা যাচ্ছে না। ভবিষ্যতের বিশ্ববাজার সুবিধার কাঠামোকে মাথায় রেখে এখন থেকে শিল্পগুলোকে প্রস্তুত করার পরামর্শ দেন তিনি।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব সলিমউল্লাহ জানান, প্রস্তাবিত শিল্পনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন ও একক অঙ্কের ব্যাংকঋণের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে নোয়াবের পক্ষ থেকে মতিউর রহমান চৌধুরী, সংবাদপত্রের নিউজপ্রিন্টের ওপর উচ্চ হারে ট্যাক্স ও ভ্যাট আরোপের বিষয়টি তুলে ধরে তা কমানোর দাবি জানান। তিনি আরও বলেন, একদিকে সরকারকে উচ্চ কর দিতে হচ্ছে, অন্যদিকে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের কাছে বিপুল পরিমাণ বিজ্ঞাপন বিল বকেয়া পড়ে আছে।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে শিল্পসচিব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বলেন, শিল্পনীতি নিয়ে আর আলোচনার সুযোগ না থাকলেও সভায় আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রস্তাবিত নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়েছে, সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

প্রকাশিত হয়েছে পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

এতে আছে মকবুল ফিদা হুসেনের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তিনটি প্রবন্ধ; জয়নুল আবেদিনকে নিয়ে একটি রচনা, নন্দলাল বোস সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা, কাইয়ুম চৌধুরীর শিল্প ও ব্যক্তি স্বরূপ, ভাস্কর পিকাসোর মূল্যায়ন ও স্থপতি চার্লস মার্ক কোরিয়ার স্থাপত্য ভাবনা এবং নিয়মিত বিভাগ

মানবজমিন
Date:03-01-2015 Page 16, Col 1-4 Size: 34 Col*Inc

নোয়াব-এর গোলটেবিল আলোচনা

শিল্পনীতি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা দূর করার দাবি ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তাদের

স্টাফ রিপোর্টার: শিল্পনীতি বাস্তবায়নে ঘাটে ঘাটে প্রতিবন্ধকতা ও হয়রানির শিকার হতে হয় ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের। এ ধরনের স্ববিরোধী প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করার দাবি জানিয়েছেন তারা। গতকাল রাজধানীর কাওরানবাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে 'কেমন চাই জাতীয় শিল্পনীতি'– শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা ও অর্থনীতিবিদরা এমন দাবি জানিয়েছেন। নিউজ পেপার ওনার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) আয়োজিত এই গোলটেবিল আলোচনায় সঞ্চালক ছিলেন সংগঠনের সভাপতি ও প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমান। আলোচনার শুরুতে জাতীয় শিল্পনীতির খসড়া প্রস্তাবনাগুলো তুলে ধরেন শিল্পসচিব মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া ও জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব মো. সলিমউল্লাহ। শিল্পনীতি বাস্তবায়নে কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং এর সমাধানের উপায়গুলো বিশদভাবে উপস্থাপন করেন ব্যবসায়ী নেতা ও গবেষকরা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেন, শিল্পায়নে প্রতিবন্ধকতাগুলো হঠাৎ করেই তৈরি হয়নি। ব্যবসায়ীরা যেদিন থেকে ব্যবসা শুরু করেছিলেন তখন থেকেই এই প্রতিবন্ধকতাগুলো সৃষ্টি হয়েছে। তবে আমাদের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে যেগুলো রয়েছে তা আমরা বাস্তবায়ন করেছি। বাকি মন্ত্রণালয়গুলোর কাজের ধীরগতির জন্য দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত শিল্পনীতি বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের যেসব করণীয় রয়েছে তা অবশ্যই করা হবে। এছাড়া সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগও যাতে এ নীতি অনুসরণ করে সে জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি)-এর সভাপতি মাহবুবুর রহমান বলেন, অতীতে শিল্পনীতিগুলোর বাস্তবায়ন খুব একটা হয়নি বলে এ নীতির বাস্তবায়ন নিয়েও ব্যবসায়ী এবং শিল্পোদ্যোক্তাদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। তাই এই নীতি কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় সেদিকে নজর দিতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস এসোসিয়েশন (বিটিএমইএ)-এর সভাপতি তপন চৌধুরী বলেন, সরকার একদিকে পশ্চাৎপদ কল-কারখানাগুলোতে ভর্তুকি ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন গড়তে বিশেষ সুবিধা দেয়ার কথা বলছে। অন্যদিকে ওইসব খাত থেকে বিশেষ সুবিধাগুলো প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। এটা সরকারের দ্বিমুখী নীতি। তিনি আরও বলেন, সরকার শিল্প কারখানাগুলোতে ওয়ানস্টপ সার্ভিস দেয়ার কথা বলছে। কিন্তু নতুন শিল্প কারখানা করতে আমাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়। এই নীতি বাস্তবায়নে এই সমস্যাগুলোর দূর করতে হবে।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি (এফবিসিসিআই)-এর সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন বলেন, আমরা অবশ্যই পরিবেশবান্ধব শিল্প কারখানা চাই। কিন্তু পরিবেশবান্ধব শিল্পের নামে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বাড়াবাড়ি আচরণ করা হচ্ছে। এতে শিল্পায়ন ব্যাহত হচ্ছে। কৃষি জমি কমে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমরা কৃষি জমিতে শিল্প কারখানা করছি। তাতে আমাদের কৃষি জমি কমে যাচ্ছে। যেভাবে আমাদের জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এফবিসিসিআই'র আরেক সাবেক সভাপতি একে আজাদ বলেন, শিল্পনীতির বাস্তবায়ন নিয়ে আমি সন্দিহান। কারণ আমরা বিনিয়োগকারীরা প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত। দিন দিন এই হয়রানি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। গ্যাস-বিদ্যুৎ, জমি বরাদ্দ, পরিবেশের ছাড়পত্র জন্য প্রতিটি জায়গায় আমাদের ধরনা দিতে হয়। দীর্ঘসূত্রতা বাড়ছে। সেখান থেকে পরিত্রাণের জন্য শিল্পমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। দুর্নীতির টাকা বিদেশে পাচার হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে একে আজাদ বলেন, দীর্ঘসূত্রতার মূল কারণ হলো দুর্নীতি। আর এই দুর্নীতির টাকা বিদেশে পাচার করা হচ্ছে। এর প্রমাণ হলো– গত ২০১২ অর্থবছরে যেখানে বিদেশে টাকা পাচার হয়েছে ৭.২২ বিলিয়ন ডলার সেখানে ২০১৩ অর্থবছরে পাচার হয়েছে ৯.৬৬ বিলিয়ন ডলার। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ অফিসের প্রধান অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন, শিল্প নীতির সফলতা নির্ভর করে দক্ষ উদ্যোক্তা, অভিজ্ঞ আমলাতন্ত্র, দক্ষ মানবসম্পদের উপর। কিন্তু আমাদের মানবসম্পদ ও দক্ষ আমলাতন্ত্রের ঘাটতি রয়েছে। এই বিষয়ে নজর দেয়া প্রয়োজন। এছাড়া পলিসির সমন্বয় একটি গুরুত্ব বিষয়। তিনি আরও বলেন, আমাদের শিল্পায়নে জমি একটি বড় সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক জমি দখল করে আছে। এই জমির ব্যবহার আরও কার্যকরভাবে করতে পারলে এই নীতি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ গার্মেন্ট মেনুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)-এর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, বলেন, শিল্পনীতিকে আইনের আওতায় আনতে পারলে অনেকে তা মানতে বাধ্য হবে। কিন্তু আইন না থাকায় অনেকে তা মানছেন না। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ দিয়ে বড় বড় কারখানা তৈরির সুযোগ ও বিনিয়োগে ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমানোর দাবি জানান তিনি।

মানবজমিন-এর প্রধান সম্পাদক ও নোয়াবের ট্রেজারার মতিউর রহমান চৌধুরী বলেন, আমাদের শিল্প খুবই ছোট। কিন্তু সমস্যা অনেক। পত্রিকার মালিকদের নিউজ পেপার আমদানি করতে অনেক টাকা শুল্ককর দিতে হয়। অন্যান্য দেশ যেখানে মাত্র ৫ শতাংশ শুল্ককর দেয় সেখানে আমরা দিচ্ছি ২৫ শতাংশ। নিউজ পেপার আমদানিতে শুল্ক কমানোর পাশাপাশি সরকারের কাছে পত্রিকার মালিকদের পাওনা পরিশোধে শিল্পমন্ত্রীকে উদ্যোগ নেয়ার দাবি জানান তিনি।

সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজিজ খান বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে এক লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা অলস পড়ে আছে। আস্থা না থাকায় শেয়ার বাজারে এখন কেউ টাকা বিনিয়োগ করেন না। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম অনেক কমে গেছে। এই অলস টাকা দিয়ে কম দামে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে তেল আমদানির পরামর্শ দেন তিনি। শিল্পসচিব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বলেন, প্রস্তাবিত শিল্পনীতির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী ও শিল্প সচিবের নেতৃত্বে এই তিনটি আলাদা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্পনীতি-২০১৫ প্রণয়নের কাজটি এখন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই এটি মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। গোলটেবিল আলোচনায় আরও বক্তব্য রাখেন- অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাবেক গবেষণা পরিচালক জায়েদ বখত, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ও আবদুল মোনেম লিমিটেডের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মঈনউদ্দিন মোনেম প্রমুখ।

দৈনিক ইত্তেফাক
Date:03-01-2016 Page: 18, Col 6-8 Size:24 Col*Inc

শিল্প স্থাপনে 'ওয়ান স্টপ' সেবা চান উদ্যোক্তারা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শিল্প স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে দৌড়াতে গিয়ে সময় ও অর্থের অপচয় হচ্ছে। আছে হয়রানিও। এটি রোধে একই জায়গায় সব ধরনের সেবা দিতে 'ওয়ান স্টপ' সার্ভিস চালু করার দাবি জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। বিষয়টি শিল্প নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করার উপায় বের করারও দাবি তাদের। গতকাল শনিবার রাজধানীর কাওরানবাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে খসড়া শিল্প নীতি নিয়ে আয়োজিত এক গোলটেবিল আলোচনায় উদ্যোক্তারা এ দাবি তোলেন। 'কেমন চাই জাতীয় শিল্প নীতি' শীর্ষক ওই আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, শিল্প স্থাপনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা রাখার সুযোগ নেই। ১৭ বা ১৮টি কাজ সব অন্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগে। এ বিষয়গুলো ধীরে ধীরে ঠিক হবে। এ সময় বক্তারা শিল্প নীতির যথাযথ বাস্তবায়নের ওপর জোর দেয়ার পাশাপাশি সরকারি শিল্পের অব্যবহৃত জমি বেসরকারি খাতে দেয়ার দাবি জানান।

- ইরানে সার কারখানা করতে চায় সরকার
- সংবাদপত্র শিল্পে ভ্যাট কমানোর দাবি নোয়াবের

আলোচনায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সভাপতি এ কে আজাদ বলেন, শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ বোর্ডের অনুমোদন নেয়ার পর গ্যাস, বিদ্যুৎসহ বিভিন্ন কাজে সংশ্লিষ্ট বিভাগে দৌড়াতে গিয়ে হয়রানি পোহাতে হয়। বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়। আগে বিভিন্ন বিভাগের নিচের স্তরে কোথাও সমস্যায় পড়লে ওপরের স্তরে কর্মকর্তাদের কাছে গিয়ে সমাধান পাওয়া যেত। কিন্তু এখন ওপরের স্তরে প্রতিকার চাইতে গিয়ে উল্টো কাজ আটকে যায়।

টেক্সটাইল মিল্‌স অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি তপন চৌধুরী বলেন, বিভিন্ন শিল্প স্থাপনে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের কথা বলা হলেও কার্যত দ্বারে দ্বারে গিয়ে ঘুরতে হয়। শিল্পোদ্যোক্তাদের সুবিধা দেয়ার কথা বলা হলেও বিদ্যমান সুবিধাও তুলে নেয়া হচ্ছে। এটি সরকারের দ্বিমুখী নীতি।

এ সময় উদ্যোক্তারা শিল্প স্থাপনে চলমান নানামুখী সমস্যা তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে শিল্প স্থাপনের পর 'এক্সিট পলিসি'ও চান তারা। তবে এ বক্তব্যের সঙ্গে কিছুটা দ্বিমত করে এ আজাদ বলেন ঋণখেলাপিরা এ ধরনের সুযোগ নিতে পারে। অবশ্য বিজিএমইএ সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, অভ্যাসগত ঋণখেলাপিদের দায়ভার কেন ভালো ঋণগ্রহীতারা নেবে? এ বিষয়ে আইন থাকা দরকার। তিনি আরো বলেন, ১৫ শতাংশ সুদে ঋণ নিয়ে লাভজনক শিল্প স্থাপন সম্ভব নয়। পৃথিবীর আর কোথাও বাংলাদেশের মতো জমির দাম এত বেশি নয়। ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদের হার তুলে ধরে তিনি বলেন, জাইকা (জাপানের সাহায্য সংস্থা) ১ শতাংশেরও কম সুদে আমাদের জন্য অর্থায়ন করে। ওই অর্থ বিভিন্ন ঘাট হয়ে গার্মেন্টস উদ্যোক্তাদের হাতে আসতে ১০ শতাংশ সুদ দিতে হয়। তা হলে এটি কীভাবে সাহায্য হয়?

বিদ্যুৎ খাতের অন্যতম উদ্যোক্তা সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজিজ খান উদ্যোক্তাদের বিদেশে তেল কিংবা কয়লার খনি কেনার অনুমতি দেয়ার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, সে ক্ষেত্রে তারা কম মূল্যে জ্বালানি সরবরাহ করতে পারবেন।

এ সময় শিল্প সচিব প্রস্তাবিত শিল্প নীতির বিষয়বস্তু তুলে ধরেন। স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত ১০টি শিল্প নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে সর্বশেষ ২০১০ সালে শিল্প নীতি প্রণয়ন করে সরকার। শিল্প নীতিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন লক্ষ্য, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অবশ্য শিল্প নীতির বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন আলোচকরা। তারা বলেন, কঠোর মনিটরিং না হলে এবং এর কিছু বিষয়কে আইনি কাঠামোয় না আনা গেলে অতীতের মতো এবারের শিল্প নীতিও বাস্তবায়ন হবে না।

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন সরকারি অব্যবহৃত জমি পিপিপির ভিত্তিতে বেসরকারি খাতে দেয়ার প্রস্তাব করেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে শিল্পমন্ত্রী শিল্প নীতিতে কিছু প্রতিবন্ধকতার কথা স্বীকার করে এটি বাস্তবায়নে করতে সরকারের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন। এ সময় ইরানে সার কারখানা স্থাপনের সরকারের চিন্তার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, সেখানে সার কারখানা করার বিষয়ে ইরান সরকার রাজি আছে। তিনি উদ্যোক্তাদের বিদেশে গ্যাস ক্ষেত্র কেনার বিষয়েও ইতিবাচক মত দেন।

নোয়াবের সভাপতি ও প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের সঞ্চালনায় এ সময় অন্যদের মধ্যে অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখ্‌ত, আইসিসিবির সভাপতি মাহবুবুর রহমান, এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন, সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জিয়াউর রহমান প্রমুখ বক্তব্য দেন।

সংবাদপত্র শিল্পে ভ্যাট কমানোর দাবি

সংবাদপত্র শিল্পে বিদ্যমান ভ্যাট (মূল্য সংযোজন কর) কমানোর দাবি জানিয়েছে নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন (নোয়াব)। অনুষ্ঠানে নোয়াবের ট্রেজারার মতিউর রহমান চৌধুরী বলেন, একটি পত্রিকা পাঠকের হাতে পৌঁছাতে কমপক্ষে ১৫ টাকা খরচ হয়। অথচ ভ্যাট সব কেড়ে নেয়। অন্যদিকে সরকারের কাছে বিজ্ঞাপনের শত শত কোটি টাকা বকেয়া পড়ে আছে। ধরনা দিয়েও এ অর্থ পাচ্ছি না। এ খাতে ভ্যাট-ট্যাক্স মিলিয়ে ২৫ শতাংশ পরিশোধ করতে হয়। অথচ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এটি মাত্র ৫ শতাংশ। সংবাদপত্র ছোট শিল্প। শিল্পই যদি না থাকে তা হলে শিল্প নীতি দিয়ে কী হবে?

যুগান্তর
Date:03-01-2016 Page 20, Col 1-3 Size: 35.5 Col*Inc

'কেমন চাই জাতীয় শিল্পনীতি' সেমিনারে উদ্বেগ

নীতি সহায়তায় বৈষম্যে বঞ্চিত দক্ষ উদ্যোক্তারা

যুগান্তর রিপোর্ট

- অভাব দক্ষ আমলাতন্ত্র ও মানবসম্পদের
- শিল্প স্থাপনে 'ওয়ান স্টপ' সেবা জরুরি
- সংবাদপত্র শিল্পে ভ্যাট প্রত্যাহার করতে হবে

শিল্প খাতে চাহিদাযোগ্য জমি, ব্যাংক ঋণ এবং প্রয়োজনীয় নীতি সমর্থন পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রকট বৈষম্য চলছে। কোনো শিল্প-কারখানা বা উদ্যোক্তাকে কখন কী ধরনের নীতি সহায়তা দিয়ে নার্সিং করা দরকার তার যথাযথ প্রয়োগ ঘটছে না। প্রতিকূল পরিবেশে উদ্যোক্তা ঝুঁকি নিয়ে বিনিয়োগ করছেন, কিন্তু কোনো কারণে ব্যর্থ হলে উদ্যোক্তার সম্মানজনকভাবে বের হয়ে আসার কোনো সুযোগ রাখা হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতে উদ্যোক্তারা দেশে একটি সুষম শিল্পনীতি প্রণয়ন, শিল্পসংক্রান্ত সব ধরনের সেবার জন্য 'ওয়ান স্টপ' সার্ভিস চালু ও নীতি বাস্তবায়নে সহায়ক শিল্প আইন তৈরিরও প্রস্তাব দিয়েছেন।

শনিবার রাজধানী কারওয়ান বাজারে সিএ ভবনে 'কেমন চাই জাতীয় শিল্পনীতি' শীর্ষক সেমিনারে উদ্যোক্তারা এসব কথা বলেন। তারা এ সময় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের অব্যবহৃত জমি বেসরকারি খাতে দেয়া এবং জ্বালানির নিশ্চয়তা মেটাতে বিদেশে গ্যাস ও তেলের খনি কেনার বিষয়ে সরকারকে চিন্তাভাবনা করার পরামর্শ দেন।

জবাবে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেন, শিল্প স্থাপনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা রাখার সুযোগ নেই। ১৭ বা ১৮টি কাজ সব অন্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগে। এ বিষয়গুলো ধীরে ধীরে ঠিক হবে। এ সময় কিছু প্রতিবন্ধকতার কথা স্বীকার করেন। ইরানে সার কারখানা কেনার বিষয়ে **উদ্যোক্তারা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫**

উদ্যোক্তারা : বৈষম্যে বঞ্চিত

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সরকারের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, এ বিষয়ে ইরান সরকারের সদিচ্ছা প্রকাশ করেছে। উদ্যোক্তারা বিদেশে গ্যাস ও তেলের খনি কেনার বিষয়ে প্রস্তাব করলে সরকার সেটি ইতিবাচকভাবেই দেখবে।

নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন (নোয়াব) এ সেমিনারের আয়োজন করে। সংগঠনের সভাপতি ও প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান এটি সঞ্চালনা করেন। আইসিসিবির সভাপতি মাহবুবুর রহমান, শিল্প সচিব মো. মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন, বিআইডিএসএর সাবেক গবেষণা পরিচালক ড. জায়েদ বখত, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও বিটিএমএর সভাপতি তপন চৌধুরী, এফবিসিসিআইএর সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেইন, একে আজাদ, বিজিএমইএ সভাপতি মো. সিদ্দিকুর রহমান, সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজিজ খান, সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জিয়াউর রহমান প্রমুখ বক্তব্য দেন।

সেমিনারে উদ্যোক্তারা বলেন, শিল্প স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে দৌড়াতে গিয়ে সময় ও অর্থের অপচয় হচ্ছে। আছে হয়রানিও। এটি রোধে একই জায়গায় সব ধরনের সেবা দিতে 'ওয়ান স্টপ' সার্ভিস চালু করতে বিষয়টি শিল্পনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করার উপায় খোঁজার পরামর্শ দেন তারা। বলেন, শিল্প খাতে গ্যাস-বিদ্যুতের অপর্যাপ্ততা, কাঁচামালের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ তৈরি না হওয়া, রফতানির বহুমুখীকরণে অদক্ষতা এবং উদীয়মান সংবাদপত্র শিল্পের ওপর উচ্চ হারে ভ্যাট আরোপ বৈষম্যকে প্রবল করে তুলছে।

নোয়াবের ট্রেজারার মতিউর রহমান চৌধুরী বলেন, একটি পত্রিকা পাঠকের হাতে পৌঁছাতে কমপক্ষে ১৫ টাকা খরচ হয়। অথচ ভ্যাট সব কেড়ে নেয়। অন্যদিকে সরকারের কাছে বিজ্ঞাপনের শত শত কোটি টাকা বকেয়া পড়ে আছে। ধরনা দিয়েও এ অর্থ পাচ্ছি না। এ খাতে ভ্যাট-ট্যাক্স মিলিয়ে ২৫ শতাংশ পরিশোধ করতে হয়। অথচ অন্যান্য দেশে এটি মাত্র ৫ শতাংশ। সংবাদপত্র ছোট শিল্প। এ শিল্পই যদি না থাকে তাহলে শিল্পনীতি দিয়ে কী হবে?

বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, দেশে দক্ষ উদ্যোক্তার ঘাটতি নেই, কিন্তু দক্ষ আমলাতন্ত্র ও মানবসম্পদের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ কারণে সম্ভাবনা সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরি হচ্ছে না। একই সঙ্গে যেটুকু বিনিয়োগ আসছে, দুর্নীতির কারণে সেটিও প্রলম্বিত হচ্ছে। এসব সমস্যা শুধু শিল্পনীতি দিয়েই সমাধান হবে না। এর জন্য কোম্পানি আইন, ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি অ্যাক্ট ও টেস্টিং ইন্সটিটিউশন আইনগুলোকেও অর্থবহ ও কার্যকর করতে হবে।

ড. জাহিদ আরও বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রচুর জমি নিয়ে বসে আছে। এগুলো সরকারি খাতে রেখেও সরকারি-বেসরকারি যৌথ বিনিয়োগে এসব জমির কার্যকর ব্যবহার করা যায়।

টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি তপন চৌধুরী বলেন, বিভিন্ন শিল্প স্থাপনে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের কথা বলা হলেও কার্যত দ্বারে দ্বারে গিয়ে ঘুরতে হয়। শিল্পোদ্যোক্তাদের সুবিধা দেয়ার কথা বলা হলেও বিদ্যমান সুবিধাও তুলে নেয়া হচ্ছে। এটি সরকারের দ্বিমুখী নীতি।

দিন দিন বিনিয়োগ সম্পর্কিত নানা সমস্যা তীব্র হচ্ছে জানিয়ে এফবিসিসিআই সভাপতি একে আজাদ বলেন, বিনিয়োগকারীরা ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হয়ে আছে। কিন্তু আমলাতন্ত্রের জটিলতা এতে কিছুতেই কাটছে না। শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ বোর্ডের অনুমোদন নেয়ার পর গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি, পরিবেশ ছাড়পত্রসহ বিভিন্ন কাজে সংশ্লিষ্ট বিভাগে দৌড়াতে গিয়ে হয়রানি পোহাতে হয়। আগে বিভিন্ন বিভাগের নিচের স্তরে কোথাও সমস্যায় পড়লে ওপরের স্তরে গিয়ে সমাধান পাওয়া যেত। কিন্তু এখন ওপরের স্তরে গিয়ে প্রতিকার চাইতে গিয়ে উল্টো কাজ আটকে যায়। এর ফলে উদ্যোক্তারা তাদের বিনিয়োগ নিয়ে যেমন শংকায় আছেন, তেমনি কূল না পেয়ে দেশের বাইরেও অর্থপাচারের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। শিল্পনীতি বাস্তবায়নে তিনি শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত টিমের প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর নিয়মিত বৈঠক করারও পরামর্শ দেন।

সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান ও দেশে বিদ্যুৎ খাতের অন্যতম উদ্যোক্তা আজিজ খান উদ্যোক্তাদের বিদেশে তেল কিংবা গ্যাসের খনি কেনার অনুমতি দেয়ার প্রস্তাব করেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত রিজার্ভের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ খরচ করার পরামর্শ দেন তিনি। তিনি বলেন, এ খরচ দরকার পড়লেও অন্তত আগামী ৩০ বছরের জন্য দেশ বিদ্যুৎ-জ্বালানির একটা নিশ্চয়তা পাবে। দামও থাকবে কম।

বিজিএমইএ সভাপতি মো. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, সবাই চায় তৈরি পোশাক খাত থেকে বেরিয়ে অন্য কিছু করতে। কিন্তু সরকারের পর্যাপ্ত নীতি সহায়তার অভাবে সেটি সম্ভব হচ্ছে না। জানা মতে, কোনো কোম্পানি শতকরা ৫ ভাগের ওপর মুনাফা করে না। সেই অবস্থায় ১২ শতাংশের ওপরে ঋণ নিয়ে এবং জমির উচ্চমূল্যের কারণে এ দেশে কোনো শিল্প ইচ্ছে করলেই দাঁড় করানো সম্ভব হবে না।

ব্যাংক ঋণের সুদের উচ্চ হার তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, জাইকা (জাপানের সাহায্য সংস্থা) ১ শতাংশেরও কম সুদে আমাদের জন্য অর্থায়ন করে। ওই অর্থ বিভিন্ন ঘাট হয়ে গার্মেন্ট উদ্যোক্তাদের হাতে আসতে ১০ শতাংশ সুদ দিতে হয়। তাহলে এটি কিভাবে সাহায্য হয়?

এ সময় শিল্প সচিব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া প্রস্তাবিত শিল্পনীতির বিষয়বস্তু তুলে ধরেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত ১০টি শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে সর্বশেষ ২০১০ সালে শিল্পনীতি প্রণয়ন করে সরকার। শিল্পনীতিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন লক্ষ্য, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অবশ্য শিল্পনীতির বাস্তবায়ন নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন আলোচকরা। তারা বলেন, কঠোর মনিটরিং না হলে এবং এর কিছু বিষয়কে আইনি কাঠামোয় না আনা গেলে অতীতের মতো এবারের শিল্পনীতিও বাস্তবায়ন হবে না।

আমাদের অর্থনীতি
Date : 03-01-16 Page 03, Col4-5 Size9 Col*Inc

প্রস্তাবিত শিল্পনীতির বাস্তবায়ন চান ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তারা

আমিনুল ইসলাম: প্রস্তাবিত শিল্পনীতির বাস্তবায়ন চান ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তারা। কারণ, আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকায় সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এ নীতি মানতে চায় না। নীতিটি কতটা বাস্তবায়ন হবে তার ওপর নির্ভর করছে এটির সফলতা ও ব্যর্থতা।

শনিবার নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) আয়োজিত 'কেমন চাই জাতীয় শিল্পনীতি' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এ মন্তব্য করেন ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তারা। নোয়াবের সভাপতি ও প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। সভায় প্রস্তাবিত শিল্পনীতির উল্লেখযোগ্য দিকগুলো তুলে ধরেন শিল্পসচিব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া ও জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব মো. সলিমউল্লাহ। সভায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শিল্পনীতি-২০১৫ প্রণয়নের কাজটি প্রায় শেষ। কিছু দিনের মধ্যেই এটি মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশের (আইসিসিবি) সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি তপন চৌধুরী, ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন ও এ কে আজাদ, সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজিজ খান, অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাবেক গবেষণা পরিচালক জায়েদ বখত, বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন, তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান ও সহ-সভাপতি মোহাম্মদ নাসির, দৈনিক মানবজমিনের সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, আবদুল মোনেম লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মঈনউদ্দিন মোনেম।

ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তারা বলেন, প্রস্তাবিত শিল্পনীতিতে ভালো ভালো উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে।

বণিক বার্তা
Date:03-01-2016 Page 01 Col 2-4 Size: 23 Col*Inc

শিল্প খাতে নিয়োজিতদের ৯১ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক

মাসুম বিল্লাহ ■

যখন একটি অর্থনীতির মাথাপিছু আয় বাড়ে, শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটে, তখন আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সুযোগও বেশি সৃষ্টি হয়— এটিই উন্নয়নের যথার্থ চক্র। দেশে সাড়ে ৬ শতাংশ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। বর্তমানে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান বেড়ে হয়েছে ৩২ শতাংশের বেশি। তবে যাদের ওপর ভর করে দেশের শিল্প খাত বড় হচ্ছে, সেখানে নিয়োজিত ৯১ শতাংশের বেশি মানুষের নিয়োগই অনানুষ্ঠানিক। একে দেশের শ্রম আইনসহ বিভিন্ন নীতির পরিপন্থী বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান বলতে সেই সব নিয়োগকে বোঝায়, সাধারণভাবে যার মৌলিক সামাজিক ও আইনগত সুরক্ষা থাকে না। এমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট থেকেও বঞ্চিত হন তারা। এ ধরনের নিয়োগ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতেই থাকতে পারে।

দেশের শ্রমশক্তির প্রকৃত চিত্র জানতে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সহায়তায় (আইএলও) ২০১৩ সালে জরিপ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। জরিপের তথ্য বলছে, বর্তমানে দেশে ১৫ বছরের বেশি বয়সী মোট জনসংখ্যা ১০ কোটি ৬৩ লাখ। আর বিভিন্ন ধরনের কর্মে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা ৫ কোটি ৮১ লাখ। এর মধ্যে শিল্প খাতে কর্মরত প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ; যা মোট শ্রমশক্তির ২০ দশমিক ৮ শতাংশ। শিল্প খাতে কর্মরতদের মধ্যে আবার ৯১ দশমিক ৪ শতাংশের নিয়োগ অনানুষ্ঠানিক। অনানুষ্ঠানিক নিয়োগপ্রাপ্ত এসব কর্মীর কাজের নিরাপত্তা সীমিত। শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে প্রাপ্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত তারা।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান এ প্রসঙ্গে *বণিক বার্তাকে* বলেন, প্রতি বছর শ্রমবাজারে যত সংখ্যক নতুন মুখ যুক্ত হচ্ছে, প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান সে অনুপাতে হচ্ছে না। অনানুষ্ঠানিক শ্রমশক্তি বাড়ার অন্যতম কারণ এটি।

তিনি বলেন, আনুষ্ঠানিক নিয়োগ না পাওয়া শ্রমিকরা কোনো ধরনের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হলে আইনি সহায়তা নেয়ার সুযোগ নেই। পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক নিয়োগ না বাড়লে সরকার যথাযথ রাজস্ব থেকেও বঞ্চিত হবে। তাই শ্রমিকদের অধিকার ও সরকারের রাজস্বের কথা বিবেচনা করে আনুষ্ঠানিক নিয়োগ বাড়ানোর ওপর জোর দিতে হবে।

আইএলওর মতে, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কর্মজীবীর মজুরির মধ্যেও রয়েছে বিস্তর ফারাক। নির্মাণ খাতের উদাহরণ তুলে ধরে সংস্থাটি দেখিয়েছে, নির্মাণ খাতের অনানুষ্ঠানিক কর্মী সপ্তাহে মজুরি পান গড়ে মাত্র ৯৪২ টাকা। অন্যদিকে শ্রম আইন মেনে বিধিবদ্ধভাবে যাদের নিয়োগ, তারা মজুরি পান প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৭ হাজার টাকা বা তার কিছু বেশি। এ পার্থক্য অন্যান্য খাতেও বিদ্যমান বলে জানিয়েছে আইএলও।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দেশের সবচেয়ে বড় শিল্প খাত তৈরি পোশাকে আনুষ্ঠানিক নিয়োগপ্রাপ্ত ও নিয়োগপত্র ছাড়া শ্রমিকের মধ্যে মজুরিপ্রাপ্তির বড় ব্যবধান রয়েছে। কখনো সেটি ২৫ শতাংশ, কখনো আবার ৫০ শতাংশ। ক্ষেত্রবিশেষে এ ব্যবধান কয়েক গুণও হয়। শুরুতে অধিকাংশ শ্রমিকই শ্রম আইনের সুযোগগুলো থেকে বঞ্চিত হন। আনুষ্ঠানিক নিয়োগ পেতে অপেক্ষা করতে হয় সর্বনিম্ন এক থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত। আবার বিভিন্ন ধরনের ছুটিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রেও রয়েছে বৈষম্য। এসব শ্রমিককে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ না দেয়ায় যেকোনো সময় তাদের ছাঁটাইয়ের সুযোগ থেকে যায়। বিধি মোতাবেক নিয়োগ না পাওয়ায় কোনো আইনি সহায়তা তারা নিতে পারেন না এক্ষেত্রে।

তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সাবেক সহসভাপতি শহীদুল্লাহ আজিম বলেন, তৈরি পোশাক খাতে অনানুষ্ঠানিক নিয়োগ দিন দিন কমে আসছে। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও স্থানীয় কঠোর পর্যবেক্ষণের কারণে এ খাতে বিধিবদ্ধ নিয়ম না মেনে কারাখানা পরিচালনা এখন অনেকটাই অসম্ভব। এদিকে শিল্প খাতসহ দেশের অন্যান্য খাতেও অনানুষ্ঠানিক শ্রমশক্তি দিন দিন বাড়ছে।

বিবিএসের হিসাব অনুযায়ী, অনানুষ্ঠানিকভাবে নিয়োজিতদের মধ্যে ৩৯ শতাংশের বয়স ১৫ থেকে ২৯ বছর। এছাড়া ৫৬ শতাংশের বয়স ৩০ থেকে ৬৪ বছর এবং ৫ শতাংশের বয়স ৬৫ বছরের ওপর। শহরের তুলনায় গ্রামে অনানুষ্ঠানিকতার হার বেশি। শহরে অনানুষ্ঠানিকভাবে নিয়োজিতের হার ৭৫ দশমিক ১ শতাংশ হলেও গ্রামে এ হার ৯২ দশমিক ২ শতাংশ।

বিবিএসের তথ্যমতে, ১৯৯৯-২০০০ সালে বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের হার ছিল ৭৫ শতাংশ। ২০০৫-০৬ সালে এ হার বেড়ে হয় ৭৮ শতাংশ। ২০১০ সালে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থানের হার বেড়ে হয় ৮৭ শতাংশ। আর ২০১৩ সালের জরিপ অনুযায়ী এ হার ৮৭ দশমিক ৪ শতাংশ।

জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জনে ধীরে ধীরে কৃষি খাতের ওপর চাপ কমলেও এখন পর্যন্ত দেশের মোট শ্রমশক্তির বেশির ভাগই নিযুক্ত এ খাতে। বর্তমানে এ হার ৪৫ দশমিক ১ শতাংশ। এছাড়া সেবা খাতে ৩৪ দশমিক ১ ও শিল্পে ২০ দশমিক ৮ শতাংশ কর্মী নিয়োজিত।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও বিবিএস পরিচালিত অন্য এক জরিপের তথ্যমতে, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ৭৭ শতাংশ শ্রমিক দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে

এরপর » পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

দেশের শ্রমশক্তি নিয়ে তিন পর্বের ধারাবাহিক প্রতিবেদন

প্রথম পর্ব

তিন খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি

খাত	নিয়োজিত শ্রমশক্তি	অনানুষ্ঠানিক নিয়োগ (%)
কৃষি	২ কোটি ৬২ লাখ	৯৭.৯
শিল্প	১ কোটি ২০ লাখ	৯১.৪
সেবা	১ কোটি ৯৮ লাখ	৭১.২

শিল্প খাতে নিয়োজিতদের

১ম পৃষ্ঠার পর

কাজ করেন। মোট শ্রমশক্তির ৪২ দশমিক ৮ শতাংশের সাপ্তাহিক আয় ৫০১ টাকা থেকে ১ হাজার টাকার মধ্যে। ৩৪ দশমিক ৪ শতাংশের সাপ্তাহিক আয় ১ হাজার ১ থেকে ১ হাজার ৫০০ টাকার মধ্যে। আর মাসিক আয়ের দিক থেকে ১১ দশমিক ৬ শতাংশের আয় ৪ হাজার থেকে ৪ হাজার ৯৯৯ টাকার মধ্যে। ১১ দশমিক ৮ শতাংশের মাসিক আয় ৮ হাজার থেকে ৮ হাজার ৯৯৯ টাকার মধ্যে। আর ২১ শতাংশের আয় ১০ হাজার থেকে ১২ হাজার ৪৯৯ টাকার মধ্যে।

বণিক বার্তা
Date:03-01-2016 Page 12 Col 3-5 Size: 24 Col*Inc

কেমন চাই জাতীয় শিল্পনীতি

রাজধানীতে গতকাল নোয়াব আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুসহ অন্যরা ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা

শিল্প বিনিয়োগে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সমন্বয় জরুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

শিল্পে টেকসই বিনিয়োগ, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও খাতভিত্তিক শিল্পায়নের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে নতুন শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে। পোশাক শিল্পের পাশাপাশি আরো কয়েকটি খাতকে নগদ সহায়তা ও কারখানা নির্মাণে ভূমি প্রদান, সবুজ শিল্পায়ন ও নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে এ নীতিতে। তবে শিল্প বিনিয়োগে নীতির চেয়ে শিল্প-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয় বেশি জরুরি।

গতকাল রাজধানীতে 'নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) আয়োজিত 'কেমন শিল্পনীতি চাই' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় এসব কথা বলেন দেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদরা। নোয়াব সভাপতি ও প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানের সঞ্চালনায় আলোচনায় 'শিল্পনীতি-২০১৬' নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব মো. সলিম উল্লাহ। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, শিল্প সচিব মোশাররফ হোসেন ভূইয়া, বিশ্বব্যাংকের মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষণা পরিচালক জায়েদ বখত, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের (আইসিসি) সভাপতি মাহবুবুর রহমান, বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সভাপতি এ কে আজাদ, বিজিএমইএ সভাপতি ছিদ্দিকুর রহমান, বিটিএমএ সভাপতি তপন চৌধুরী, বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন, সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেমসহ বিভিন্ন গবষেণা প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব মো. সলিম উল্লাহ বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত ও ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে নতুন শিল্পনীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ নীতিতে শিল্প বিনিয়োগে বিশেষ প্রণোদনা, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পকে আলাদা করে বিশেষ সুবিধা প্রদান ও শিল্পায়নে বিশেষ ব্যাংকঋণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চল, শিল্পপার্ক, হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠাসহ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে শিল্প প্রতিষ্ঠাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ১৫ বছরের মধ্যে ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে ১০০ শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ব্যবস্থাপনাকে সংস্কার ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশে শিল্পায়নের সুযোগ শতভাগ কাজে লাগাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আমির হোসেন আমু বলেন, শিল্প বিনিয়োগ বাড়াতে সব ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। শিল্পনীতি-২০১৬ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করেই প্রণয়ন হচ্ছে। দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো অধিকাংশই অন্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের কাজে কিছুটা ঝামেলা হয়েছে। তবে এসব ঝামেলা কাটিয়ে উঠতে একে একে সব প্রতিষ্ঠানকে এ মন্ত্রণালয়ের অধীন আনা হচ্ছে।

মাহবুবুর রহমান বলেন, সারা বিশ্বেই কোনো শিল্পকে এগিয়ে নিতে সরকারের বিশেষ সুবিধা প্রদানের প্রয়োজন হয়। ২০১০ সালে বিদ্যুৎ খাতকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১২ হাজার মেগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে। অন্য খাত বাছাই করে এ ধরনের প্রণোদনা দিলেও তা এগিয়ে যাবে।

সংবাদপত্রের কাগজ আমদানিতে ট্যারিফ মূল্য অন্য দেশের তুলনায় বেশি উল্লেখ করে মানব জমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী বলেন, সংবাদপত্র একটি শিল্প হওয়ার পরও শিল্পের সব প্রণোদনা থেকে তা বঞ্চিত। বাংলাদেশে কাগজ আমদানিতে ২৫ শতাংশ ট্যারিফ মূল্য, যা অন্য কোনো দেশে নেই।

অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, শিল্পনীতির সফলতা নির্ভর করে শিল্প-সংশ্লিষ্ট অন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর সমন্বয়ের ওপর। সরকারি অধিকাংশ নীতি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আইনের সঙ্গে জড়িত থাকে। তাই শিল্পনীতি বাস্তবায়ন করতে গেলে ও শিল্প বিনিয়োগে সব সংস্থার সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি।

সমকাল
Date:03-01-2016 Page 01 Col 1-3 Size: 42 Col*Inc

শিল্পনীতির কার্যকর বাস্তবায়ন চাই

'নোয়াবে'র গোলটেবিল বৈঠকে উদ্যোক্তা ও অর্থনীতিবিদরা

■ বিশেষ প্রতিনিধি

শিল্পনীতিতে অনেক ভালো ঘোষণা থাকে। কিছু খাত থাকে অগ্রাধিকার তালিকায়; কিন্তু এর কার্যকর বাস্তবায়ন হয় না। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে শিল্পনীতির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্পায়ন এগিয়ে নিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও উদ্যোক্তারা। প্রস্তাবিত শিল্পনীতি-২০১৬-এর ওপর গতকাল শনিবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে সংবাদপত্র মালিকদের সংগঠন 'নোয়াব' আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এর বাস্তবায়নের ওপরই সমধিক গুরুত্ব দেন। তারা বলেন, শিল্পনীতির মধ্যেই এর বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা থাকা উচিত। গ্যাস-বিদ্যুৎ ও জমির সংকট, সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার নিম্নমান, আমলাতান্ত্রিক জটিলতাসহ নানা প্রতিবন্ধকতার কথাও তারা তুলে ধরেন।

'কেমন চাই জাতীয় শিল্পনীতি' শিরোনামের এ আলোচনায় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'নোয়াব' সভাপতি ও প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বৈঠকে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রস্তাব বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ (আইসিসিবি)-এর সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশনের (বিটিএমএ) সভাপতি তপন চৌধুরী, ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

শিল্পনীতির কার্যকর বাস্তবায়ন চাই

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) সাবেক সভাপতি মীর নাসির হোসেন ও এ. কে. আজাদ, সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজিজ খান, অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাবেক গবেষণা পরিচালক জায়েদ বখত, বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের মুখ্য অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন, তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, দৈনিক মানবজমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির অতিরিক্ত গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, আবদুল মোনেম লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মাঈনউদ্দিন মোনেম।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওষুধ খাতের কাঁচামাল উৎপাদনের এপিআই পার্কে গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে। চামড়া শিল্প শিগগিরই সাভারে স্থানান্তর হচ্ছে। প্লাস্টিক খাতের জন্য আলাদা শিল্পনগরী হয়েছে। হালকা প্রকৌশল শিল্পের জন্যও আলাদা শিল্পপার্ক হবে। তিনি বলেন, শিল্পে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সমস্যার বিষয়ে ইতিমধ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে তিনি আলোচনা করেছেন। বাকি প্রতিবন্ধকতার বিষয়ও তিনি তুলে ধরবেন।

মতিউর রহমান বলেন, শিল্প-বাণিজ্যে সংবাদপত্রের একটা ভূমিকা রয়েছে। সরকারের যে কোনো ভালো উদ্যোগের সঙ্গে তারা রয়েছেন। অন্যদিকে সরকারের ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরছে সংবাদপত্র। নোয়াবের দাবি তুলে ধরেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ ও মানবজমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী। তিনি বলেন, সংবাদপত্র শিল্পে সমস্যা অনেক। একটি কাগজ বের করতে খরচ হয় কমপক্ষে ১৫ টাকা। বিক্রি করতে হয় এর চেয়ে অনেক কমে। ভ্যাটই সবকিছু কেড়ে নিচ্ছে। নিউজপ্রিন্ট আমদানিতে সব মিলিয়ে শুল্ক-কর ২৫ শতাংশের মতো। পার্শ্ববর্তী অনেক দেশে তা ৫ শতাংশ। তিনি এ ক্ষেত্রে শুল্ক ও ভ্যাট কমানোর দাবি জানান।

শিল্প সচিব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বলেন, শিল্পনীতি বাস্তবায়নে বৈঠক থেকে যেসব পারমর্শ এসেছে, তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। বৈঠকে প্রস্তাবিত শিল্পনীতির সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ।

উদ্যোক্তাদের মতামত : মাহবুবুর রহমান বলেন, নতুন শিল্পনীতির বাস্তবায়ন কীভাবে হবে, তা ব্যবসায়ীরা জানেন না। খসড়া নীতিতে বিভিন্ন অগ্রাধিকার কিংবা প্রণোদনা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কে দেবে, কারা দেবে– তা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। প্রবীণ এই ব্যবসায়ী নেতা জ্বালানি সংকট সমাধানে কয়লা ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

তপন চৌধুরী ওষুধের কাঁচামাল উৎপাদনে এপিআই পার্ক স্থাপনে অনেক দেরি হচ্ছে উল্লেখ করে দ্রুত এর বাস্তবায়ন চান। প্রস্তাবিত শিল্পনীতিতে অগ্রাধিকার খাতের তালিকায় 'প্রাথমিক বস্ত্র খাত' রাখার আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, যাদের 'ক্যাপটিভ পাওয়ার' রয়েছে তাদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। অথচ সরকারের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর তুলনায় এগুলোর দক্ষতা অনেক বেশি। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সংযোগ পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। এসব সমস্যা সমাধানে সরকারের সহায়তা দরকার।

মীর নাসির হোসেন বলেন, কর অবকাশ অত্যন্ত প্রয়োজন। পরিবেশবান্ধব শিল্প হওয়া উচিত। কিন্তু সরকারের দিক থেকে এর প্রয়োগ শিল্পায়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। উদ্যোক্তাদের প্রতিবাদ করার সুযোগ কম। তিনি শিল্প, অর্থ, বাণিজ্যসহ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়ের কার্যকর সমন্বয় দাবি করেন।

এ. কে. আজাদ বলেন, বিনিয়োগের জন্য নিবন্ধন দেয় বিনিয়োগ বোর্ড। এর পর বিদ্যুৎ, গ্যাস, পরিবেশ ছাড়পত্রসহ নানা কাজে অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়। প্রতিটি জায়গায় দীর্ঘসূত্রতা ও হয়রানি বেড়েছে। যারা বিনিয়োগকারী, তারা ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত। দিনে দিনে তা তীব্রতর হচ্ছে। আগে নিচের পর্যায়ে হয়রানির বিষয়ে ওপরের পর্যায়ে অভিযোগ দিলে কাজ হতো। এখন উল্টো হয়। এর কারণ দুর্নীতি। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত শিল্পনীতিতে রফতানিতে প্রণোদনা দেওয়াসহ নানা বিষয় রয়েছে। এগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে শিল্পমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কমিটি হোক। সে কমিটি প্রত্যেক সরকারি বিভাগ এবং ব্যবসায়ীদের জন্য প্রতি তিন মাস অন্তর বৈঠক করবে। বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ, জমি রেজিস্ট্রেশন কিংবা অন্যান্য সেবার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনা করে সমাধান করা যাবে। এ. কে. আজাদের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন অন্য ব্যবসায়ী নেতারা।

আজিজ খান বলেন, বিনিয়োগের জন্য ভালো জমি কেনা কঠিন হয়ে পড়ে। মালিকানার বিষয়টি ডিজিটালাইজড করা হলে সবার জন্য বড় ধরনের উপকার হতো। তিনি বলেন, এখন জ্বালানি তেলের দাম অনেক কম। সরকার অনুমতি দিলে বেসরকারি উদ্যোগে মধ্যপ্রাচ্যে তেলের খনি কেনা যেতে পারে।

সিদ্দিকুর রহমান বলেন, শিল্পনীতি নয়, শিল্প আইন করতে হবে। আইন করলে তার বাস্তবায়ন হবে।

মাইনুদ্দিন মোনেম দেশের জ্বালানি সম্পদ কতটুকু আছে তার মূল্যায়ন করে এর সর্বোত্তম ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

অর্থনীতিবিদরা যা বললেন : জাহিদ হোসেন বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ না করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের কথা বলা হচ্ছে। সরকারি কারখানাগুলো প্রচুর জমি নিয়ে বসে আছে। এসব জমিতে বেসরকারি খাতের সঙ্গে অংশীদারিত্বে শিল্প-কারখানা হতে পারে। উদ্যোক্তারা আগে থেকেই পরিষ্কার ধারণা পেলে পিপিপিতে আগ্রহ দেখাবে। তার মতে, জ্বালানির দরে একটি স্বচ্ছ নীতিমালা থাকা দরকার।

ড. জায়েদ বখত প্রস্তাব করেন, আগামীতে সরকারি বিনিয়োগ কোনো শিল্পে যাবে কি যাবে না তা সুনির্দিষ্টভাবে শিল্পনীতিতে থাকা উচিত।

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, সরকারি লোকসানি কারখানার দায় যেভাবে বাড়ছে, তাতে এসব কারখানার বিপুল জমি বেসরকারি খাতে 'লিজ' দেওয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, শিল্পনীতি শিল্প মন্ত্রণালয়ের নীতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এর বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় দরকার।

২৭ গুণীজনকে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

আসাদুজ্জামান নূর এবং এ-সংক্রান্ত জুরি বোর্ডের সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ড. শামসুজ্জামান খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এবং আমিন জুয়েলার্সের চেয়ারম্যান কাজী সিরাজুল ইসলাম। সম্মাননা হিসেবে প্রত্যেক গুণীকে তিন লাখ টাকার চেক, দুই ভরি ওজনের স্বর্ণের মেডেল, ক্রেস্ট ও উত্তরীয় দেওয়া হয়। জুয়েলারি প্রতিষ্ঠান আমিন জুয়েলার্সের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এ সম্মাননা দেওয়া হলো।

সম্মাননা প্রদানকালে সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, গুণীদের এত বড় মিলনমেলা বাংলাদেশে নজিরবিহীন। সরকারের বাইরে ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এ ধরনের আয়োজন খুব কমই করতে পেরেছে।

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতায় করপোরেট হাউসগুলো যেভাবে এগিয়ে এসেছে, তাতে দেশের ভবিষ্যৎকে ভালো কিছু দেওয়া যাবে।

সম্মাননা গ্রহণকালে নিজের অনুভূতি জানিয়ে ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান বলেন, 'যে কোনো সম্মাননা আন্তরিকভাবে দিলে গভীর সম্মান অনুভব হয়। এই সম্মাননা পেয়ে আমি আপ্লুত।'

সম্মাননা প্রদানের ফাঁকে ফাঁকে ছিল শিল্পীদের নৃত্য ও সঙ্গীতের সুরের সুধা। অনুষ্ঠানে সম্মাননা নেওয়ার পাশাপাশি গান গেয়ে শোনান রুনা লায়লা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী ফাতেমা-তুজ জোহরা, ইমরান ও পড়শী। নৃত্যে অংশ নেন অপি করিম ও চাঁদনী।